গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র (ইওসি)
www.ddm.gov.bd
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.১০৫

তারিখ: ২৭ চৈত্র ১৪২৬
১০ এপ্রিল ২০২০

বিষয়: **দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।**

সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য সতর্ক সংকেতঃ সমুদ্র বন্দরসমূহের জন্য কোন সতর্ক সংকেত নাই।

আজ ১০ এপ্রিল ২০২০ খ্রি: সকাল ০৯ টা হইতে সন্ধ্যা ০৬ টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর সমূহের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস: দেশের অভ্যন্তরীণ নদিবন্দরের জন্য কোন সতর্কবানী নেই এবং কোন সংকেত দেখাতে হবে না।

আজ সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

সিনপটিক অবস্থাঃ লঘুচাপের বর্ধিতাংশ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে।
পূর্বাভাসঃ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া প্রধানতঃ শুষ্ক থাকতে পারে, সেই সাথে খুলনা ও সিলেট বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।
তাপপ্রবাহ: রাজশাহী, পাবনা, সিলেট, শ্রীমঙ্গল, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও রাঙ্গামাটি অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে ও বিস্তার লাভ করতে পারে।
তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে ।
পরবর্তী ৭২ ঘন্টার আবহাওয়ার অবস্থা (৩ দিন)ঃ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।

গতকালের সর্বোচ্চ ও আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস):

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্রগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩৫.৮	৩২.৬	৩৬.৪	৩৬.২	৩৭.৫	৩৫.০	৩৬.৬	৩৫.০
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২১.৮	২২.৪	২২.০	২২.৮	২২.০	১৮.০	২১.৫	২২.৫

গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল রাজশাহী ৩৭.৫° এবং আজকের সর্বনিম্ন তেঁতুলিয়া ও ডিমলায় ১৮.০° সেঃ।

অগ্নিকান্ড
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তথ্য (মোবাইল এসএমএস) থেকে জানা যায়, ০৮/০৪/২০২০খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা থেকে ০৯/০৪/২০২০খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা পর্যন্ত সারাদেশে মোট ৪০টি অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। বিভাগভিত্তিক অগ্নিকান্ডের তথ্য নিম্নে দেওয়া হলঃ

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	অগ্নিকান্ডের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা	নিহতের সংখ্যা
১।	ঢাকা	৯	০	০
২।	ময়মনসিংহ	৪	০	০
৩।	বরিশাল	১	০	০
৪।	সিলেট	২	০	০

৫।	রাজশাহী	১	০	০
৬।	রংপুর	৫	০	০
৭।	চট্টগ্রাম	১	০	০
৮।	খুলনা	১৭	০	০
	মোট	**৪০**	**০**	**০**

করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্যঃ

১। বিশ্ব পরিস্থিতিঃ

গত ১১/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ জেনেভাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তর হতে বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিকে বিশ্ব মহামারী ঘোষনা করা হয়েছে। সারা বিশ্বে কোভিড-১৯ রোগটি বিস্তার লাভ করেছে। এ রোগে বহুলোক ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। কয়েক লক্ষ মানুষ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। আগামী দিনগুলোতে এর সংখ্যা আরো বাড়ার আশংকা রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ০৯/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখ এর করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত Situation Report অনুযায়ী সারা বিশ্বের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	বিশ্ব	দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
০১	মোট আক্রান্ত	১৪,৩৬,১৯৮	১১,৫৭৬
০২	২৪ ঘন্টায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা	৮২,৮৩৭	৮৬৯
০৩	মোট মৃত ব্যক্তির সংখ্যা	৮৫,৫২২	৪৬৮
০৪	২৪ ঘন্টায় নতুন মৃত্যুর সংখ্যা	৬,২৮৭	৪২

২। বাংলাদেশ পরিস্থিতিঃ

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ্ ইমার্জেন্সী অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট এবং প্রধানমন্ত্রীর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সমন্বয় ও ত্রাণ তৎপরতা মনিটরিং সেল হতে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

(ক) বাংলাদেশে কোভিড-১৯ পরীক্ষা ও সনাক্তকৃত রোগী (০৯/০৪/২০২০খ্রিঃ পর্যন্ত):

	গত ২৪ ঘন্টা	অদ্যাবধি
কোভিড-১৯ পরীক্ষা হয়েছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা	১,০৯৭	৬,২৬১
পজিটিভ রোগীর সংখ্যা	১১২	৩৩০

(খ) বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এ মৃত্যু, আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টাইন সংক্রান্ত তথ্য (গত ১০/০৩/২০২০ খ্রিঃ ১০/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখ):

বিষয়	**সংখ্যা (জন)**	
কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে রিকোভারিপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	৩৩	০৯/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত
গত ২৪ ঘন্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুর সংখ্যা	১	
অদ্যাবধি কোভিড-১৯ আক্রান্ত মোট মৃত ব্যক্তির সংখ্যা	২১	
হাসপাতালে আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন মোট ব্যক্তির সংখ্যা	২২৫	
হাসপাতালে আইসোলেশন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	১১২	
বর্তমানে হাসপাতালে আইসোলেশনে থাকা ব্যক্তির সংখ্যা	১১৩	
মোট কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তির সংখ্যা	৭২,২৮৪	
কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	৫৯,৬৮৩	
বর্তমানে কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তির সংখ্যা	১২,৬০১	
মোট হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তির সংখ্যা	৭১,২৪৪	
হোম কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	৫৯,৪৩৫	
বর্তমানে হোম কোয়ারেন্টাইনরত ব্যক্তির সংখ্যা	১১৮০৯	

হাসপাতালে কোয়ারেন্টাইন থাকা ব্যক্তির সংখ্যা	১০৪০
হাসপাতাল কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	২৪৮
বর্তমানে হাসপাতাল কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তির সংখ্যা	৭৯২

(গ) বাংলাদেশে স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (১০/০৪/২০২০খ্রিঃ):

বিষয়	২৪ ঘন্টায় সর্বশেষ পরিস্থিতি	গত ২১/০১/২০২০ থেকে অদ্যবধি
মোট স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	২৬৪	৬,৬৯,২৩১
এ পর্যন্ত দেশের ৩টি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বিদেশ থেকে আগত স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	১৭	৩,২২,৫০২
দু'টি সমূদ্র বন্দরে (চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ও মংলা সমূদ্র বন্দর) স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	২১৭	১২,৮৬১
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও বেনাপোল রেলওয়ে স্টেশনে স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	০	৭,০২৯
অন্যান্য চালু স্থলবন্দরগুলোতে স্ক্রিনিংকৃত যাত্রীর সংখ্যা (জন)	৩০	৩,২৬,৮৩৯

(ঘ) বাংলাদেশে নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) রোগে কোয়ারেন্টাইন এবং আইসোলোশনের প্রতিবেদন (বিভাগওয়ারী তথ্য ১০/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখ সকাল ০৮ টার পূর্বের ২৪ ঘন্টার তথ্য):

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	২৪ ঘন্টায় (পূর্বের দিন সকাল ০৮ ঘটিকা থেকে অদ্য সকাল ০৮ ঘটিকা পর্যন্ত)									
		কোয়ারেন্টাইন						হাসপাতালে আইসোলেশান		রোগীর তথ্য	
		হোম কোয়ারেন্টাইন		হাসপাতাল ও অন্যান্য স্থান		মোট					
		হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো ব্যক্তি/যাত্রীর সংখ্যা	হোম কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তি/যাত্রীর সংখ্যা	কোয়ারেন্টাইনে অবস্থানরত রোগীর সংখ্যা	হাসপাতালে কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	মোট কোয়ারেন্টাইনরত রোগীর সংখ্যা	মোট কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্য	আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা	আইসোলেশন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	কোভিড-১৯ প্রমানিত রোগীর সংখ্যা	হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা
০১	ঢাকা	৫১৯	১৪৪	৩১	১	৫৫০	১৪৫	২	৫	-	-
০২	ময়মনসিংহ	৩৬	৪	১০১	-	১৩৭	৪	৫	-	-	-
০৩	চট্টগ্রাম	৬৯২	১৮৪	২২	-	৭১৪	১৮৪	৮	৪	-	-
০৪	রাজশাহী	২৩০	১২৪	৮	-	২৩৮	১২৪	২	-	-	-
০৫	রংপুর	১৯৭	১৫	১৩	৩	২১০	১৮	১	১	-	-
০৬	খুলনা	২০৯	১৬৩.	১২৬	১	৩৩৫	১৬৪	৫	১৫	-	-
০৭	বরিশাল	১৩০	০৬	১০২	-	২৩২	০৬	১	১	-	-
০৮	সিলেট	৪০	১২	১৮	৩	৫৮	১৫	-	-	-	-
	সর্বমোট	২০৫৩	৬৫২	৪২১	৮	২৪৭৪	৬৬০	২৪	২৬	-	-

(ঙ) বাংলাদেশে নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19) রোগে কোয়ারেন্টাইন এবং আইসোলোশনের প্রতিবেদন (বিভাগওয়ারী তথ্য, ১০/০৩/২০২০ খ্রিঃ হতে ১০/০৪/২০২০ খ্রিঃ সকাল ৮ টা পর্যন্ত):

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	১০/০৩/২০২০ খ্রিঃ হতে সর্বমোট/অদ্যাবধি									
		কোয়ারেন্টাইন						হাসপাতালে আইসোলেশান		রোগীর তথ্য	
		হোম কোয়ারেন্টাইন		হাসপাতাল ও অন্যান্য স্থান		সর্বমোট					
		হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো ব্যক্তি/যাত্রীর সংখ্যা	হোম কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তি/যাত্রীর সংখ্যা	হাসপাতাল কোয়ারেন্টাইনে অবস্থানরত রোগীর সংখ্যা	কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	সর্বমোট কোয়ারেন্টাইনরত রোগীর সংখ্যা	সর্বমোট কোয়ারেন্টাইন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্য	আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা	আইসোলেশন হতে ছাড়পত্র প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	কোভিড-১৯ প্রমানিত রোগীর সংখ্যা	হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা
০১	ঢাকা	১৭,৩০৫	১৪,৬৮০	১৬৪	৮৬	১৭,৪৬৯	১৪,৭৬৬	৩৬	২০	৭৬	-
০২	ময়মনসিংহ	৩,১৪৩	২,৯১৮	১০২	৬	৩,২৪৫	২,৯২৪	৭	-	৩	-
০৩	চট্টগ্রাম	১৬,৭৭৭	১৫,০৬৮	১৩২	৩৯	১৬,৯০৯	১৫,১০৭	৪৫	২০	৬	-

০৪	রাজশাহী	৭,৬৭২	৬,৬৭৫	৬৬	২২	৭,৭৩৮	৬,৬৯৭	৩২	১৯	-	-
০৫	রংপুর	৪,০৭৮	৩,১২৯	৩৮	১৩	৪,১১৬	৩,১৪২	১৪	৮	৭	-
০৬	খুলনা	১৫,১১১	১০,৭৬৬	৩৩০	৫৪	১৫,৪৪১	১০,৮২০	৫৯	৩৯	১	-
০৭	বরিশাল	৩,৩৬৯	৩,০৯০	১৪৩	১	৩,৫১২	৩,০৯১	২৫	৬	-	-
০৮	সিলেট	৩,৭৮৯	৩,১০৯	৬৫	২৭	৩,৮৫৪	৩,১৩৬	৭	-	২	-
	সর্বমোট	৭১,২৪৪	৫৯,৪৩৫	১,০৪০	২৪৮	৭২,২৮৪	৫৯,৬৮৩	২২৫	১১২	৯৫	

(চ) বর্তমানে কোভিড-১৯ পরীক্ষাকেন্দ্রসমূহ (০৭/০৪/২০২০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত):

ঢাকায়	ঢাকার বাইরে
১. আর্মড ফোর্সেস ইন্সটিটিউট অব প্যাথলজি	১. বিআইটিআইডি
২. বিএসএমএমইউ	২. কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ, কক্সবাজার।
৩. ঢাকা শিশু হাসপাতাল	৩. ময়মনসিংহ মেডিকলে কলেজ, ময়মনসিংহ
৪. ঢাকা মেডিকেল কলেজ	৪. রাজশাহী মেডিকলে কলেজ, রাজশাহী
৫. আইসিডিডিআরবি	৫. রংপুর মেডিকেল কলেজ, রংপুর
৬. আইদেশী (ideSHi)	৬. সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ
৭. আইপিএইচ	৭. খুলনা মেডিকেল কলেজ
৮. আইইডিসিআর	
৯. ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অফ ল্যাবরেটরি মেডিসিন	

(ছ) কোভিড-১৯ সংক্রান্ত লজিষ্টিক মজুদ ও সরবরাহ সংক্রান্ত তথ্য (০৯/০৪/২০২০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত):

সরঞ্জামের নাম	মোট সংগ্রহ	মোট বিতরণ	বর্তমান মজুদ
পিপিই (PPE)	৯,১৩,৫৭৬	৪,৯৪,৬৪৪	৪,১৮,৯৩২
টেষ্ট কিট্স	৯২,০০০	২১,০০০	৭১,০০০

৩। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণায় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমঃ

(ক) সারাদেশে করোনা ভাইরাসের কারণে যে সকল কর্মজীবি মানুষ কর্মহীন হয়ে খাদ্য সমস্যায় আছে তাদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের ক্ষেত্রে করনীয় বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা এ মন্ত্রণালয় হতে পত্রের মাধ্যমে সকল জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে সকল নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

- সারাদেশে করোনা ভাইরাসের কারণে যে সকল কর্মজীবি মানুষ কর্মহীন হয়ে খাদ্য সমস্যায় আছে সে সকল কর্মহীন লোক (যেমন- রাস্তায় ভাসমান মানুষ, প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ব্যক্তি, ভিক্ষুক, ভবঘুরে, দিন মজুর, রিক্সা চালক, ভ্যান গাড়ী চালক, পরিবহণ শ্রমিক, রেষ্টুরেন্স শ্রমিক, ফেরীওয়ালা, চা শ্রমিক, চায়ের দোকানদার) যারা দৈনিক আয়ের ভিত্তিতে সংসার চালায় তাদের তালিকা প্রস্তুত করে ত্রান বিতরণ করতে হবে।
- যারা লাইনে দাঁড়িয়ে ত্রাণ নিতে সংকোচ বোধ করেন তাদের আলাদা তালিকা প্রস্তুত করে বাসা/ বাড়ীতে খাদ্য সহায়তা পৌছেঁ দিতে হবে।
- সিটি কর্পোরেশন /পৌরসভা/ ইউনিয়ন পর্যায়ে ওয়ার্ড ভিত্তিক নির্মাণ ও কৃষি শ্রমিকসহ উপরে উল্লিখিত উপকারভোগীদের তালিকা প্রস্তুত করে খাদ্য সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।
- স্থানীয় পর্যায়ে বিত্তশালী ব্যক্তি/ সংগঠন/এনজিও কোন খাদ্য সহায়তা প্রদান করলে জেলা প্রশাসকগণ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত তালিকার সাথে সমন্বয় করবেন যাতে দ্বৈততা পরিহার করা যায় এবং কোন উপকারভোগী যেন বাদ না পড়ে।
- ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে জেলা/ উপজেলা/ ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- ত্রাণ বিতরণের সময় সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্য বিধি অবশ্যই মানতে হবে।

(খ) দেশের করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবেলার লক্ষ্যে চিকিৎসা, কোয়ারেন্টাইন, আইনশৃঙ্খলা, ত্রাণ বিতরণ ও দূর্নীতিসহ বিভিন্ন বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩১ দফা নির্দেশনা প্রদান করেছেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৩/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-০৪.০০.০০০০.৫১৪.১৬.০০২.২০.৭৬ এর মাধ্যমে জারীকৃত এসব নির্দেশনাসমূহের মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ০৭ (সাত) টি নির্দেশনা রয়েছে। এ সকল নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য এ মন্ত্রণালয় হতে সংশ্লিষ্ট সকলকে পত্রের মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আলোচ্য ০৭ (সাত) টি নির্দেশনা নিম্নরূপঃ

১. ত্রাণ কাজে কোন ধরণের দুনীতি সহ্য করা হবে না;

২. দিনমজুর, শ্রমিক, কৃষক যেন অভুক্ত না থাকে। তাদের সাহায্য করতে হবে। খেটে খাওয়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য অতিরিক্ত তালিকা তৈরি করতে হবে;

৩. সোস্যাল সেফটি-নেট কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে;

৪. সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সংগে সমন্বয় করে ত্রাণ ও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করবে;

৫. জনপ্রতিনিধি ও উপজেলা প্রশাসন ওয়ার্ডভিত্তিক তালিকা প্রণয়ন করে দুঃস্থদের মধ্যে খাবার বিতরণ করবে;

৬. সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী যেমন- কৃষি শ্রমিক, দিনমজুর, রিক্সা/ভ্যান চালক, পরিবহণ শ্রমিক, ভিক্ষুক, প্রতিবন্ধী, পথশিশু, স্বামী পরিত্যাক্তা/বিধবা নারী এবং হিজরা সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ নজর রাখাসহ ত্রাণ সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে;

৭. দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী (এসওডি) যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সব সরকারী কর্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতি আহ্বান জানানো যাচ্ছে।

(গ) নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত ছুটি কালীন সময়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরী দাপ্তরিক কার্যাদি সম্পাদনের জন্য গত ২৩/০৩/২০২০ খ্রিঃ এবং ০৩/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখে দুটি অফিস আদেশ জারী করা হয়েছে। উক্ত অফিস আদেশ অনুযায়ী ২৬/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে ১২/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন মন্ত্রণালয়ের জরুরী কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য ১০ জন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে নির্ধারিত কর্মকর্তা/কর্মচারীরা দায়িত্ব পালন করছেন। এনডিআরসিসি'র কার্যক্রম যথারিতি অব্যাহত রয়েছে।

(ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের করোনা ভাইরাস বিস্তার প্রতিরোধ ইতোমধ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করেছেঃ

১। চীন হতে প্রত্যাগত ০১/০২/২০২০ হতে ১৬/০২/২০২০খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইনে রাখা ৩১২ জনের মধ্যে খাবার, বিছানাপত্রসহ প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে। একই পদ্ধতিতে ১৪/০৩/২০২০ ও ১৫/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখে ইতালি থেকে প্রত্যাগত প্রবাসী নাগরিকদের যথাক্রমে ১৫০, ১৭০ ও ২৪৮ জনের মধ্যে খাবার সরবরাহসহ অন্যান্য ব্যবহার্য লজিস্টিক সার্পোট প্রদান করা হয়েছে।

২। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত জাতীয় কমিটিতে গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৩। রোহিঙ্গা ও জেনেভো ক্যাম্প এবং বস্তিসমূহে হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণসহ করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে।

৪। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সিপিপি, আরবান ভলান্টিয়ার, বাংলাদেশ স্কাউটসহ অন্যান্য ভলান্টিয়ারদেরকে সচেতনমূলক কাজে নিজস্ব স্বাস্থ্যবিধি মেনে সতর্কতার সাথে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

৫। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কন্ট্রোল রুম ২৪ × ৭ খোলা রাখা এবং মাঠ পর্যায়

থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি অনুযায়ি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

৬। এনডিআরসিসি থেকে প্রতি ৪ ঘন্টা পর পর করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশ করাসহ সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা হচ্ছে।

৭। সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে।

৮। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগ ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে হ্যান্ড স্যানিটাইজার প্রস্তুতে সহায়তা করা হচ্ছে।

৯। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে মন্ত্রণালয় কর্তৃক কমিটি গঠন ও কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১০। চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মুহূর্তে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি রয়েছে।

১১। ৩১/০১/২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে আশকোনা স্থায়ী হাজী ক্যাম্পে অবস্থানকালীন খাবার সরবরাহ ও তদারকি করার কাজে সহায়তা করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কার্মকর্তা/ কর্মচারীগণ নিজস্ব দাপ্তরিক দায়িত্বের অতিরিক্ত এ দায়িত্ব পালন করছেন।

১২। দেশের বিভিন্ন বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওযার্ড পর্যন্ত সচেতনা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অনুরোধ করা হয়েছে।

১৩। স্বেচ্ছাসেবকদের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে পিপিই (personal protection equipment) সংগ্রহ করা হচ্ছে।

১৪। করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪টি জেলায় ০৯/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত শিশু খাদ্যসহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ২৮ কোটি ৪৫ লক্ষ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা জিআর (ক্যাশ) নগদ, এবং ৬৫ হাজার ৯ শত ৬৭ মেঃ টন জিআর চাল জেলা প্রশাসকের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দের বিস্তারিত ৩ (ঙ) তে প্রদান করা হয়েছে।

১৫। গত ২৫/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ বিকাল ৪.০ টায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান, এমপি'র সভাপতিত্বে জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপের একটি সভা এ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী (SOD) এর ৩য় অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ৩.১.৭-এ বর্ণিত ১৭ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান গ্রুপের দায়িত্ব ও কার্যাবলীর ১৮ নম্বর ক্রমিকের নির্দেশনার আলোকে বিশ্বব্যাপী কভিড-১৯ বিস্তার লাভ করায় এবং একে বিশ্ব মহামারী ঘোষণা করায় এ সভা আহ্বান করা হয়। সভায় এ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব, আইএমইডি'র সচিবসহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(১) প্রতিটি জেলায় ডেডিকেটেড হসপিটালসহ প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ, ডাক্তার, নার্স, ড্রাইভার, এ্যম্বুলেন্স, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (পিপিই) ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(২) মানবিক সহয়তা বিতরণের ক্ষেত্রে আইন শৃংখলা রক্ষার্থে পূর্বহ্নে পুলিশ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

(৩) করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সম্পদ, সেবা জরুরী আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত ভবন, যানবহন বা অন্যান্য সুবিধা হুকুম দখল
বা রিকুজিশনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে রাখতে হবে।

(৪) করোনা ভাইরাস যেহেতু সংক্রামক ব্যধি সেহেতু ধ্বংসাবশেষ, বর্জ্য অপসারণ, মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা, মানবিক সহায়তা ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য এবং আশ্রয়কেন্দ্র প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের গাইডলাইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(৫) জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সংবাদটি ব্যপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

ব্রেকিং নিউজ
ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ অনুযায়ী স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসন আপনার পাশে আছেন, প্রয়োজনীয় খাদ্য সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন। খ) সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন। গ) অতি প্রয়োজন ব্যতিত ঘরের বাহিরে যাওয়া থেকে বিরত থাকুন। ঘ) স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলুন। প্রচারেঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

(ঙ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণায় কর্তৃক গৃহীত মানবিক সহায়তা কার্যক্রমঃ

(১) করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বরাদ্দকৃত মানবিক সহায়তার বিবরণ (০৯/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখ):

ক্রঃনং	জেলার নাম	ক্যাটাগরি	০৬-০৪-২০২০ তারিখ পর্যন্ত ত্রাণ কার্য (চাল) (মেঃটন)	০৯-০৪-২০২০ তারিখে করোনা ভাইরাসে বিশেষ বরাদ্দ ত্রাণ কার্য (চাল) (মেঃটন)	০৬-০৪-২০২০ তারিখ পর্যন্ত ত্রাণ কার্য (নগদ) বরাদ্দ (টাকা)	০৯-০৪-২০২০ তারিখে করোনা ভাইরাসে বিশেষ বরাদ্দ ত্রাণ কার্য (নগদ) (টাকা)	০৬-০৪-২০২০ তারিখ পর্যন্ত শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	০৯-০৪-২০২০ তারিখে করোনা ভাইরাসে বিশেষ বরাদ্দ শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা))
১	ঢাকা (মহানগরীসহ)	বিশেষ শ্রেণী	১৩০৩	৪০০	৭৫৯৯৫০০	২০০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
২	গাজীপুর (মহানগরীসহ)	বিশেষ শ্রেণী	৯১৪	২৫০	4262000	১০০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
৩	ময়মনসিংহ (মহানগরীসহ)	বিশেষ শ্রেণী	১০৫৬	২৫০	3892500	১০০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
৪	ফরিদপুর	A শ্রেণী	৮৫৭	১৫০	3454000	৮০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
৫	কিশোরগঞ্জ	A শ্রেণী	১০৯৪	১৫০	3700000	৮০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
৬	নেত্রকোনা	A শ্রেণী	১২৩৫	১৫০	3501000	৮০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
৭	টাংগাইল	A শ্রেণী	৮৯৪	১৫০	3450000	৮০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
৮	নরসিংদী	B শ্রেণী	৬২০	১০০	2605000	৬০০০০০	২০০০০০	২০০০০০
৯	মানিকগঞ্জ	B শ্রেণী	৭৪৭	১০০	2577000	৬০০০০০	২০০০০০	২০০০০০
১০	মুন্সিগঞ্জ	B শ্রেণী	৭৩৫	১০০	2655000	৬০০০০০	২০০০০০	২০০০০০
১১	নারায়নগঞ্জ (মহানগরীসহ)	B শ্রেণী	১০৩৫	২৫০	3955000	১০০০০০০	২০০০০০	২০০০০০
১২	গোপালগঞ্জ	B শ্রেণী	৮১২	১০০	3174000	৬০০০০০	২০০০০০	২০০০০০
১৩	জামালপুর	B শ্রেণী	৭৪৪	১০০	2760000	৬০০০০০	২০০০০০	২০০০০০
১৪	শরীয়তপুর	B শ্রেণী	৬৯৮	১০০	2685000	৬০০০০০	২০০০০০	২০০০০০
১৫	রাজবাড়ী	B শ্রেণী	৭০৭	১০০	2745000	৬০০০০০	২০০০০০	২০০০০০
১৬	শেরপুর	B শ্রেণী	৭২৪	১০০	2830000	৬০০০০০	২০০০০০	২০০০০০
১৭	মাদারীপুর	C শ্রেণী	৬৬৫	১০০	2000000	৪০০০০০	১০০০০০	২০০০০০
১৮	চট্রগ্রাম (মহানগরীসহ)	বিশেষ শ্রেণী	১৩৩২	৩০০	4850000	১০০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
১৯	কক্সবাজার	A শ্রেণী	৮৪৫	১৫০	3352500	৮০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
২০	রাংগামাটি	A শ্রেণী	১১৬৩	১৫০	3470000	৮০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
২১	খাগড়াছড়ি	A শ্রেণী	৮৬৫	১৫০	3505000	৮০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০

২২	কুমিল্লা (মহানগরীসহ)	A শ্রেণী	১০১৩	৩০০	4155000	১০০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
২৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	A শ্রেণী	৯৫০	১৫০	3500000	৮০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
২৪	চাঁদপুর	A শ্রেণী	৮৮৪	১৫০	3410000	৮০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
২৫	নোয়াখালী	A শ্রেণী	৮৭৬	১৫০	3500000	৮০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
২৬	ফেনী	B শ্রেণী	১১৪৮	১০০	3798264	৬০০০০০	২০০০০০	২০০০০০
২৭	লক্ষ্মীপুর	B শ্রেণী	১০০০	১০০	3115000	৬০০০০০	২০০০০০	২০০০০০
২৮	বান্দরবান	B শ্রেণী	৭৫২	১০০	2840000	৬০০০০০	২০০০০০	২০০০০০
২৯	রাজশাহী (মহানগরীসহ)	বিশেষ শ্রেণী	১১৯৮	২৫০	4037500	১০০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
৩০	নওগাঁ	A শ্রেণী	৮৪২	১৫০	3455000	৮০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
৩১	পাবনা	A শ্রেণী	৮৩০	১৫০	3510000	৮০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
৩২	সিরাজগঞ্জ	A শ্রেণী	১০০৩	১৫০	3210000	৮০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
৩৩	বগুড়া	A শ্রেণী	৯৬৮	১৫০	4030000	৮০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
৩৪	নাটোর	B শ্রেণী	৬৫৫	১০০	2615000	৬০০০০০	২০০০০০	২০০০০০
৩৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	B শ্রেণী	৬৪৮	১০০	2905000	৬০০০০০	২০০০০০	২০০০০০
৩৬	জয়পুরহাট	B শ্রেণী	৬৯৬	১০০	2600000	৬০০০০০	২০০০০০	২০০০০০
৩৭	রংপুর (মহানগরীসহ)	A শ্রেণী	১২৮৫	২৫০	3896500	১০০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
৩৮	দিনাজপুর	A শ্রেণী	৮৭৬	১৫০	3594000	৮০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
৩৯	কুড়িগ্রাম	A শ্রেণী	৯০৮	১৫০	3440000	৮০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
৪০	ঠাকুরগাঁও	B শ্রেণী	৭৪৮	১০০	2689000	৬০০০০০	২০০০০০	২০০০০০
৪১	পঞ্চগড়	B শ্রেণী	৮৭১	১০০	2645000	৬০০০০০	২০০০০০	২০০০০০
৪২	নীলফামারী	B শ্রেণী	৭৮১	১০০	2606000	৬০০০০০	২০০০০০	২০০০০০
৪৩	গাইবান্ধা	B শ্রেণী	৭০৯	১০০	2735000	৬০০০০০	২০০০০০	২০০০০০
৪৪	লালমনিরহাট	B শ্রেণী	৭১২	১০০	2612500	৬০০০০০	২০০০০০	২০০০০০
৪৫	খুলনা (মহানগরীসহ)	বিশেষ শ্রেণী	১২৪০	২৫০	3857000	১০০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
৪৬	বাগেরহাট	A শ্রেণী	১২৪৩	১৫০	3550000	৮০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
৪৭	যশোর	A শ্রেণী	৮৯৪	১৫০	3427000	৮০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
৪৮	কুষ্টিয়া	A শ্রেণী	৭৭০	১৫০	3400000	৮০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
৪৯	সাতক্ষীরা	B শ্রেণী	৭০০	১০০	2650000	৬০০০০০	২০০০০০	২০০০০০
৫০	ঝিনাইদহ	B শ্রেণী	৭২৮	১০০	2616000	৬০০০০০	২০০০০০	২০০০০০
৫১	মাগুরা	C শ্রেণী	৫৩৫	১০০	2054500	৪০০০০০	১০০০০০	২০০০০০
৫২	নড়াইল	C শ্রেণী	৬১১	১০০	2046500	৪০০০০০	১০০০০০	২০০০০০
৫৩	মেহেরপুর	C শ্রেণী	৭৪১	১০০	1975000	৪০০০০০	১০০০০০	১০০০০০
৫৪	চুয়াডাংগা	C শ্রেণী	৬৮৩	১০০	1949500	৪০০০০০	১০০০০০	২০০০০০
৫৫	বরিশাল (মহানগরীসহ)	A শ্রেণী	৯৯৫	২৫০	3856000	১০০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
৫৬	পটুয়াখালী	A শ্রেণী	৮৫৬	১৫০	3500000	৮০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
৫৭	পিরোজপুর	B শ্রেণী	৭৮৯	১০০	3074000	৬০০০০০	২০০০০০	২০০০০০
৫৮	ভোলা	B শ্রেণী	৭৭৭	১০০	2425000	৬০০০০০	২০০০০০	২০০০০০
৫৯	বরগুনা	B শ্রেণী	৭০৮	১০০	2450000	৬০০০০০	২০০০০০	২০০০০০
৬০	ঝালকাঠি	C শ্রেণী	৬৩৩	১০০	1891500	৪০০০০০	১০০০০০	২০০০০০
৬১	সিলেট (মহানগরীসহ)	A শ্রেণী	১১২১	২৫০	3960000	১০০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
৬২	হবিগঞ্জ	A শ্রেণী	১১২৫	১৫০	3424000	৮০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
৬৩	সুনামগঞ্জ	A শ্রেণী	৯৪৫	১৫০	3410000	৮০০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
৬৪	মৌলভীবাজার	B শ্রেণী	১০৭৫	১০০	2735000	৬০০০০০	২০০০০০	২০০০০০

		মোট=	৫৬৫৬৭	৯,৪০০ (নয় হাজার চারশত) মেঃ টন	২০৬১৭২২৬৪	৪৭০০০০০০ (চার কোটি সত্তর লক্ষ) টাকা	১৫৪০০০০০	১৬০০০০০০ (এক কোটি ষাট লক্ষ) টাকা

১০-৪-২০২০
মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ফোন: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬
ইমেইল: controlroom.ddm@gmail.com

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-১
এনডিআরসিসি অনুবিভাগ
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.১০৫/১(১৬৬)

তারিখ: ২৭ চৈত্র ১৪২৬ / ১০ এপ্রিল ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩) সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৪) সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৫) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৬) মহাপরিচালক , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৭) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৮) পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৯) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
১০) জেলা প্রশাসক (সকল)
১১) উপ-পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
১২) জেলা ত্রাণ ও পুর্ণবাসন কর্মকর্তা (সকল)

১০-৪-২০২০
মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)